দৈনিক বাংলা

011

তারিখ 11 MAY 1985
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শহরের ৭০ ভাগ স্কুল ছাত্রছাত্রী প্রাইভেট টিউটর রাখে

॥ দিলীপ দেবনাথ ॥

মহানগরী ঢাকার স্কুলগুলোর ৭০ ভাগ ছাত্র ছাত্রী প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়াশুনা করে। পরীক্ষা পাসের জন্য প্রাইভেট টিউটরের ওপর এই নির্ভরশীলতা ক্রমশ বাড়ছে। এর ফলে অভিভাবকদের প্রতি মাসে দুশো থেকে সাত শ' টাকা গৃহশিক্ষকের জন্যে খরচ করতে হচ্ছে।

টিউটর নির্ভরশীলতার মূলে রয়েছে শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব, শিক্ষাদানে শিক্ষকদের গাফিলতি বা যান্ত্রিক মনোভাব, সিলেবাসে নতুন জটিল বিষয় সংযোজন, অনুন্নত মানের পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন, ছাত্র-ছাত্রীদের অমনোযোগিতাসহ বিভিন্ন কারণ।

স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমানে এমন পর্যায়ে পৌঁচেছে যে শিক্ষার্থীকে পাস অথবা ভালো ফল করার জন্যে প্রাইভেট টিউটরের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া অন্য কোন গতি নেই। শিক্ষাব্যবস্থায় এই নৈরাজ্যের সুযোগে বিভিন্ন মহল্লায় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য টিউটরিয়াল হোম।

এসব টিউটরিয়াল হোম ও প্রাইভেট টিউটরদের নিয়ে সমাজে গড়ে উঠেছে স্কুলের পাশাপাশি আরেকটি শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা পাসের জন্যে এটিই চাবিকাঠি।

বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক বা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিক্ষিত বেকার, চাকরিজীবী, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির ছাত্ররাই প্রধানত প্রাইভেট টিউটর হিসেবে কাজ করেন। এর মধ্যে স্কুল শিক্ষকদের কদরই বেশি। তার পরেই রয়েছে এক শ্রেণীর পেশাদার টিউটর। জীবিকা অর্জনের জন্য এটি তাদের প্রধান উপায়।

বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে শিক্ষার্থীদের টিউটরের ওপর নির্ভরশীলতার জন্য প্রধানত দায়ী স্কুলের শিক্ষা

(শেঃ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

প্রাইভেট টিউটর রাখে

(১ম পৃঃ পর)

ব্যবস্থা। মহানগরীর গুটিকয়েক স্কুল বাদে অন্যান্য স্কুলে পড়াশোনার মান মোটেই সন্তোষজনক নয়। এছাড়া স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষক সকাল-বিকাল টিউশনি নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে তারা স্কুলে পাঠদানে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেন না—এ অভিযোগও রয়েছে অনেক অভিভাবকের।

অনেক অভিভাবক অভিযোগ করেছেন যে টিউটর না রাখলে শুধু স্কুলের পড়াশোনায় ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। টিউটর নির্ভরশীলতার এই যে বিষচক্র গড়ে উঠেছে এ জন্যে তারা শিক্ষকদেরই দায়ী করেছেন। তাদের বক্তব্য, শিক্ষকরা বাড়তি আয়ের উৎস হিসেবে টিউশনি বেছে নিয়েছেন বলেই স্কুলে পড়াশোনা হয় না।

মহানগরীর বেশ কয়েকটি স্কুলে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে এর ফলে ৭০ ভাগ ছাত্রছাত্রীকেই গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে হয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ, স্কুলে শিক্ষকদের পাঠদানের পদ্ধতি অনাকর্ষণীয় এবং অনেক সময় শিক্ষক দায়সারা গোছের পড়ান। ফলে তারা বুঝতে পারে না। এছাড়া রয়েছে পাঠ্যবিষয়ে ভালো বইয়ের অভাব। এতে বাধ্য হয়েই তাদের টিউটরের শরণ নিতে হয়।

অন্যদিকে শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ হলে তারা জানান অধিকাংশ ছেলে-মেয়েই স্কুলে মনোযোগী নয়। তাছাড়া অনেক পাঠ্যপুস্তকের মান আশানুরূপ নয়। ফলে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা হচ্ছে বলেই তাদের টিউটর রাখতে হচ্ছে। শিক্ষকরাই এ অবস্থার জন্যে দায়ী—এ অভিযোগ তারা অস্বীকার করেছেন। তবে অনেক শিক্ষক স্বীকার করেছেন যে টিউশনি করে বেশ কিছু শিক্ষক মোটা টাকা রোজগার করেন। তারা এত বেশী সময় প্রাইভেট টিউশনিতে ব্যয় করেন যে স্কুলে গিয়ে ছাত্রদের পড়াবার মত এনার্জি আর থাকে না।

মেটামুটি এক হিসেব থেকে দেখা গেছে টিউটরগণ প্রাইমারী পর্যায়ে পড়ানোর জন্যে নেন একশ থেকে সাড়ে তিনশ টাকা, ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানোর জন্যে আড়াইশ থেকে ৫শ টাকা এবং নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীকে পড়ানোর জন্যে তারা নেন চারশ থেকে ৭শ টাকা। তারা প্রধানত পড়ান ইংরেজী, অংক ও বিজ্ঞানের বিষয়। এর মধ্যে যারা বিজ্ঞানের বিষয় ও ইংরেজী উভয়ই পড়াতে পারেন তাদের দাম বেশি। সপ্তাহে তিন থেকে পাঁচ দিন তারা পড়ান। উচ্চবিত্ত পরিবারগুলোতে টিউশনির এই রেট আরো বেশি।

যেসব ছাত্রছাত্রী গ্রুপে বা টিউটরিয়াল হোমে প্রাইভেট পড়ে তারা আরো কমে পড়তে পারে। টিউটর নির্ভর বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এই টিউটরিয়াল হোম পরিচালনা একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে টিউটর রাখা বা টিউটরের কাছে পড়া এখন আর ফ্যাশন নয়—এটি প্রয়োজন পরীক্ষা পাশের জন্যেই।

অভিভাবকমহল মনে করেন শিক্ষায় গৃহশিক্ষকের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা কমানোর জন্যে প্রয়োজন স্কুলে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি, স্কুলে ছাত্রদের সংখ্যাধিক্য কমিয়ে আনার জন্য আরো নতুন স্কুল স্থাপন বা শিফট চালু করা, শিক্ষকদের টিউশনির ব্যাপারে বিধি নিষেধ আরোপ ও পাঠ্যপুস্তকের মানোন্নয়ন।